ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীদের সংগঠন হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি হয়ে গেল সংগঠনের মেগা রিইউনিয়ন। রিইউনিয়ন উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে হয়েছিল মিলন মেলা। সে মিলন মেলা উঠে এসেছে এবারের ২৪ ঘন্টায় ...লিখেছেন **পান্থ রহমান রেজা**

‘বন্ধু কি খবর বল’

12
9
3
6
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন
মেগা রিইউনিয়ন

৮.২০ : অনুষ্ঠান শুরু হবে সকাল ৮টায়। আমার ঠিক ৮.০০টায় আসার কথা। আমাদের আলোকচিত্রী আনোয়ার মজুমদার ৮টার সময় গেটে আমার জন্য অপেক্ষা করবেন। কিন্তু ২০ মিনিট দেরি করে ফেলেছি। তাই তাড়াহুড়া করছি। তাড়াহুড়ার কারণে কার্ড গলায় ঝুলাতে ভুলে গেছি। গেটে পুলিশ থামিয়ে ছিল। কার্ড দেখাতে বললো। ব্যাগ থেকে বের করে দেখালাম। পুলিশ তা গলায় নিতে বলে রাস্তা ছেড়ে দিল। গেটে আনোয়ার মজুমদার ভাইয়ের দেখা মিললো না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে বিরাট প্যান্ডেল সাজানো হয়েছে। প্যান্ডেলের বাইরে দশকওয়ারি শিক্ষার্থীদের জন্য কাউন্টার। সেখানে মিলছে উৎসব স্মারক। সাংবাদিকদের জন্যও কাউন্টার রয়েছে। সেখানে গিয়ে নাম নিবন্ধন করালাম। নিবন্ধন শেষে আমারও একটা স্মারক মিললো। এখনো আনোয়ার মজুমদার ভাইয়ের দেখা নাই। ফোন করলাম। তিনি জানালেন বাসা থেকে বের হয়েছি, রাস্তায়। আমি জানি না তার বাসা কোথায়, কদ্দুরে। কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে সাবেক শিক্ষার্থীদের নাম নিবন্ধন দেখতে লাগলাম। মাঝে মধ্যেই শুনতে পেলাম, আরে তুই, কতদিন পর দেখলাম, তোর খবর কী?

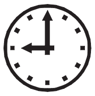

৯.০০ : ঘড়িতে এখন কাঁটায় কাঁটায় ৯টা। পরিচিতি পর্ব শুরুর কোনো লক্ষণ নাই। সবাই সকালের নাস্তায় ব্যস্ত। মঞ্চের উত্তর পাশে মিলছে সকালের নাস্তা।

নাস্তার মেনুতে রয়েছে দু’পদের ভাপা পিঠা, চিতই পিঠা, চাটনি, পরোটা, সবজি, মুড়ি এবং গুড়। সবাই লাইন ধরে নিচ্ছেন। নাস্তা নিয়ে তারা মূল প্যান্ডেলে তাদের নির্ধারিত আসনে গিয়ে বসছেন। প্যান্ডেলের ভিতর দশকওয়ারি টেবিল সাজানো আছে। ৪০ দশক থেকে শূন্য দর্শক পর্যন্ত।

৯.২০ : আনোয়ার ভাইয়ের দেখা মিললো। তিনি মূল উৎসব স্থলে সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের ছবি নিচ্ছেন। মুহিত সাহেব তার পুরনো সহপাঠিনীর দেখা পেয়েছেন আজ। তার সঙ্গে জম্পেশ গল্প করছেন। গল্প করার মানুষটির নাম অধ্যাপিকা হোসনে আরা। এক সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করেছেন। এখন রিটায়ার্ড। সহপাঠীর সঙ্গে কতদিন পরে দেখা আবুল মুহিত মনে করতে পারলেন না।

আমি মুহিত সাহেবের কাছে এই মিলনমেলার অনুভূতি জানতে চাইলাম। তিনি জানালেন, এ ধরনের মিলন মেলা তো অবশ্যই আনন্দদায়ক, সুখকর। এই যে হোসনে আরা ওর সঙ্গে কতদিন পর দেখা হলো? ভালো লাগছে। পুরনো মুখগুলো হঠাৎই এক ঝাঁপি স্মৃতির দুয়ার খুলে দিচ্ছে। খুব উপভোগ করছি। ওদিকে অধ্যাপিকা হোসনে আরা ওয়ালিউর রহমানের সঙ্গে কথা বলছেন। ওয়ালিউর রহমানের স্ত্রী শাহরুখ। হোসনে আরার খুব কাছের। তিনি শাহরুখের খোঁজখবর নিলেন। ওয়ালিউর রহমান জানালেন, শাহরুখ অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে এসে পড়বে।

৯.৩০ : পরিচিতি অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। শুরুতেই ভাষার গান। এখন পতাকা উত্তোলন

সকালের নাস্তা তো হলো, এবার কফি, তার জন্যও লাইন ধরে অপেক্ষা

করা হচ্ছে। অনেকক্ষণ হলো গীতি আরা সাফিয়া চৌধুরীর পিছু নিয়েছি। তার অনুভূতি জানতে চাইবো। কিন্তু ফাঁক খুঁজে পাচ্ছি না। গীতি আরা মানুষটা বেশ পপুলার। নানা জনের সঙ্গে কুশল বিনিময় করছেন। একটু ফাঁক পাওয়া গেল। ধরলাম। কেমন লাগছে আপনার? গীতি আরা সাফিয়া চৌধুরীর ঝটপট জবাব, ভালো; বলার মতো নয়। ভাষা দিয়ে একে নির্মাণ অসম্ভব। তবে মজার ব্যাপার হলো, আমাদের সময়ের ছেলেগুলো বুড়িয়ে গেছে। সবার চুল সাদা। শুধু আমারটা কালো। বলে তিনি নিজের চুলগুলো মেলে ধরলেন। দেখা গেল তার চুলেও পাক ধরেছে। তবে সাদা খুব বেশি ছাপ ফেলতে পারেনি ওনার চুলে। আসলে তিনি তো গীতি আরা সাফিয়া চৌধুরী। দারুণ এনার্জিক!

নোলক বাবু গাইছেন দেশের গান

১০.০০ : মঞ্চে শোক প্রস্তাব হচ্ছে। হারিয়ে যাওয়াদের আমার মাগফেরাত কামনা করা হচ্ছে। রাশেদ খান মেনন এসেছেন। তার দশকের টেবিল খুঁজছেন। ৬০-এর দশক। ৭০ দশকের এক টেবিল থেকে একজন মেননের নাম ধরে ডাক দিলেন। মেনন ফিরে তাকিয়ে আরে তুমি, কেমন আছো বলে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি রাশেদ খান মেননকে তার টেবিলে আসন নিতে বললেন। মেনন এগিয়ে গিয়ে দেখলেন টেবিলটি ৭০ দশকের ছাপ্পড় মারা। আরে তুমি তো ভুল টেবিল বসেছো। মেনন বললেন। চলো চলো আমাদের জন্য রাখা টেবিলে গিয়ে বসি। মেনন গিয়ে তোফায়েল আহমেদ যে টেবিলে বসেছেন, তার একটি চেয়ারে বসলেন।

রাজনীতির সব ধারা একাকার হয়েছিল মিলন মেলায়

১০.২০ : মঞ্চটা বেশ বড়ো। ঢাকা ইউনিভার্সিটির খেলার মাঠের অনেকটা জুড়ে তা করা হয়েছে। পুরো মাঠেই চক্কর দিচ্ছি। স্কোপ খুঁজছি। স্পেশাল কিছু পাওয়া যায় কীনা। মাঝামাঝিতে একটা টেবিল পাওয়া গেল ৬০ দশকের। টেবিলে যারা বসেছেন সবাই মেয়ে। মঞ্চের মাঠে মনে হচ্ছে ব্যতিক্রম এক টেবিল। সব টেবিলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বসেছেন কিংবা নিদেনপক্ষে শুধু পুরুষ। পাশ দিয়ে একজন যাচ্ছিলেন দেখে মন্তব্য করলেন, অল আর ফিমেল। আগের দিনের হুবহু চিত্র! আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলে মেয়ের অবাধ মেলামেশা ছিল না। মেয়েরা শিক্ষকের সঙ্গে আসতেন। আবার তার সঙ্গে ফিরে যেতেন।

১০.৩০ : স্মৃতিচারণ পর্ব শুরু হয়েছে। অগ্রাধিকার পেয়েছে ৪০-এর দশক। তারাই বেশি বুড়ো। এখন নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করছেন খালেদা সালাউদ্দিন। সে সময় মেয়েদের অবস্থা কেমন ছিল তা বললেন। খালেদা সালাউদ্দিনের পরে অনুষ্ঠানের সঞ্চালক মাইক্রোফোন দিলেন সালাউদ্দিন সাহেবের হাতে।

১০.৪৫ : আজকের দিনের অনুভূতি কেমন রকিব উদ্দিন সাহেবের তা জানার পর্ব শেষ হয়েছে। মঞ্চে এখন গান পরিবেশন করা হবে। গান পরিবেশন করবে ৬৭ ব্যাচের সাংস্কৃতিক ক্লাব। ঢাকা ইউনিভার্সিটির ইতিহাসে এটিই প্রথম সংস্কৃতি বিষয়ক ক্লাব। তারা গাইলেন, বটতলাতে যাইও না। টিএসসিতে আইসো না। তোমরা সংসার আর অফিস করো রে/ বটতলাতে আসিলে মনে পইড়া যায়/ একদিন ক্যাম্পাসে ছিলাম রে। গানের তালে পুরো প্যান্ডেল মেতে উঠলো।

১১.০০ : ক্রেস্ট বিতরণ করা হবে এখন। এদিকে সূর্যমামা বেশ উত্তাপ ছড়াচ্ছে। মাথার ওপর ফ্যান ঘুরলেও সেটি তেমন কাজে আসছে না। বাইরে বের হয়ে এলাম। খেলার মাঠে পূর্ব পাশে বিশাল গাড়ির সারি জমে গেছে। এখনো অনেকে আসছেন। কাউন্টারের উল্টোদিকে গৌরবোজ্জ্বল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সমৃদ্ধ তথ্যভিত্তিক প্রদর্শনী হচ্ছে। প্রদর্শনী স্টল ফাঁকা। দু'জন মাত্র দশনার্থী তা দেখছেন। তাছাড়া মাঠের বাউন্ডারির বাইরে থেকে অনেক উৎসুক দর্শক দেখতে চেষ্টা করছেন, ভিতরে কি হচ্ছে।

১১.১৫ : আবার ভিতরে ঢুকলাম। স্মৃতিচারণ পর্ব চলছে। ১৯৫২-৭১-এর গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের। বক্তৃতা দিচ্ছেন রাশেদ খান মেনন। সে সময়কার নানা ঘটনার টুকরো স্মৃতি বর্ণনা করছেন। এদিকে উপস্থাপক সময় বরাদ্দ দিয়েছেন মাত্র ৫ মিনিট। ৫ মিনিটের মধ্যে একে একে সে সময়ের বর্ণনা দিলেন তোফায়েল আহমেদ, মোফাজ্জল করিম, খন্দকার মোশাররফ হোসেন, বিচারপতি মোস্তফা কামাল, জিনাত আরা, আসম আব্দুর রব। আসম আব্দুর রব জানালেন, ডাকসু নির্বাচনে তিনি এবং আব্দুল কুদ্দুস মাখন রোকেয়া হল থেকে সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছিলেন। একটা হাসির রোল বয়ে গেল প্যান্ডেল জুড়ে। এক টেবিল থেকে একজন মন্তব্য করলেন, নিশ্চয় প্লেবয় ইমেজ ছিল?

১১.৫০ : বক্তৃতা পর্ব চলার মাঝে আবার বাইরে বের হয়ে এলাম। উদ্দেশ্য রন্ধনশালা একবার সরজমিনে দেখা। প্যান্ডেলের পিছনেই রান্নার আয়োজন চলছে। ভ্যানে করে একজন জেনারেটর নিয়ে এলেন। লোড শেডিং মোকাবেলায়। যে হারে লোড শেডিং হচ্ছে তার জন্য এ আগাম ব্যবস্থা।

১২.৩০ : বক্তৃতা পর্ব শেষ হয়েছে মাত্র। এমন সময় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিল এলেন। সস্ত্রীক। শফিক রেহমানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। শফিক রেহমান তার সঙ্গে হাত মেলালেন। ওদিকে তোফায়েল আহমেদ, আবদুল মঈন খান, খন্দকার মোশাররফ হোসেন, রাশেদ খান মেনন, আসম আব্দুর রব এক টেবিলে বসেছেন। তাদের ঘিরে ফটো সাংবাদিক।

১.৩০ : নামাজের জন্য বিরতি ছিল। দুপুরের খাবার বিতরণ শুরু হয়েছে। ওয়েটাররা ট্রে হাতে ঘুরছেন। এদিকে ভিতরে সবাই গরমে অস্থির হয়ে উঠছে। আমিও বসে আছি। কুলকুল করে ঘামছি। ভাবছি একটু হলে গিয়ে ঘুরে আসবো। আমাদের টেবিলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এক মহিলা। পিছন দিকে থেকে এক ভদ্রলোক লাকী লাকী বলে ডাকছেন। ভদ্রমহিলা তার দিকে

মেগা রিইউনিয়ন
২০০৬

ব্যাচ-৬৭-এর সাংস্কৃতিক পরিবেশনা মুগ্ধ করেছিল সবাইকে

তাকালেন। চিনতে পারলেন বলে মনো হলো না। ভদ্রলোক তার পরিচয় দিলেন। ওহ তুমি, এতো কালো হয়ে গেছ। আবার দাঁড়িও রেখেছ। চেনার জো আছে।

৩.১৫ : হল থেকে এসে মাত্রই প্যান্ডেলে ঢুকেছি। মাইকে রকিব উদ্দিন সাহেব একটি হারানো বিজ্ঞপ্তি দিচ্ছেন। কে যেন ভুল করে কোনো মহিলার ভ্যানেটি ব্যাগ নিয়ে গেছে। রকিব উদ্দিন সাহেব বললেন, মেয়েদের ভ্যানেটি ব্যাগের প্রতি আকর্ষণ থাকতে পারে। তবে আকর্ষণ মিলিয়ে গেলে ভ্যানেটি ব্যাগটি যেন ফেরত দেন। কেননা ব্যাগে জরুরি কাগজপত্র রয়েছে। রকিব উদ্দিন সাহেব আরো একটি ঘোষণা দিলেন। রাতের পর্বে গান গাইবে কলকাতার হৈমন্তী শুক্লা। পুরো অনুষ্ঠানস্থলে একটা হুল্লোড় বয়ে গেল।

৩.৪০ : মাইকে ঘোষণা হলো এবার ক্লোজ আপ শিল্পীদের গান হবে। সবাই চেয়ার ঘুরিয়ে মঞ্চের দিকে মুখ করে বসলেন। প্রথম এলেন সোনিয়া। ওকি গাড়িয়াল ভাই গান দিয়ে তার পরিবেশনা শুরু করলেন। এরপর গাইলেন কেমনে ভুলিব আমি এবং বন্ধু তিনদিন তোর বাড়ি গেলাম। দর্শকরা সবাই তার সঙ্গে গলা মেলালো। এরপর রাজীব মঞ্চে এলেন। রাজীব আর সোনিয়া মিলে গাইলেন আমার গরুর গাড়িতে গানটি। গানের সঙ্গে সঙ্গে মাথায় ঘোমটা টেনে ধামাইল নাচ নাচলেন ৮০ দশকের ইতিহাস বিভাগের মনোয়ারা তাহির টফি, ফেরদৌসি, বাহাউদ্দিন এবং মিসেস সাহিদা।

৪.১৫ : নোলক বাবু মঞ্চে উঠে প্রথমে গাইলো ও আমার উড়াল পঙ্খীরে। তারপর দর্শকদের অনুরোধে একটা ছিল সোনার কন্যা। এরপর ধরলেন কেন এই নিঃসঙ্গতা। এবারো বয়স্করাও গলা মেলালো। দেখলাম ফিন্যান্স ডিপার্টমেন্টের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক বাকী খলীলীও নোলকের সঙ্গে গলা মেলাচ্ছেন।

নোলকের ব্যান্ডের গান শেষে উপস্থাপিকা ড. সেলিনা বললেন, নোলক এবার নাচার গান গাইবে। নোলক গাইলো, বন্ধুয়ারে করো তোমার মনে যাহা লয়। দর্শর্করা না নেচে গানটি উপভোগ করল।

৫.০০ : বিকালের নাস্তার পর্ব শুরু হয়েছে। বিশাল লাইন পড়েছে। চারটি লাইন হয়েছে। প্রতিটিই বিশাল। নাস্তায় রয়েছে নাড়ু, লুচি, জিলাপি ইত্যাদি। নাস্তা নিতে নিতে ৫.৪০ বেজে গেল। নাস্তা নিয়ে আবার প্যান্ডেলে এলাম।

৫.৪৫ : এখন অনুষ্ঠান করছে অ্যালামনাই পরিবারে সদস্যরা। এ পর্বে বিষয় প্রেমের একাল সেকাল। আকর্ষণীয় বিতর্ক জমে উঠেছে। মঞ্চে আছেন কবি মোফাজ্জল করিম এবং একজন মহিলা আর দু' উপস্থাপক ফাহিম আর নাজনীন। ফাহিম মোফাজ্জল করিমকে সেকালে প্রেমের সঙ্গে মানিব্যাগের সম্পর্ক ছিল কিনা জানতে চাইলো। মোফাজ্জল করিম সেকালের প্রেম নিয়ে নানা কথা বললেন। একালের মতো ফোন ছিল না বলে দুঃখ করলেন। মোফাজ্জল করিম জানালেন, তিনি অবশ্য প্রেমপত্র লিখে প্রেমিকাকে পটিয়েছিলেন।

সেকালে মেয়েদের ছেলে বন্ধু তেমন ছিল না, একালেও কি তাই...

৬.৩০ : মাগরিবের নামাজের বিরতির পর এখনো অনুষ্ঠান শুরু হয়নি। একা এক বসে আছি। আমার টেবিলের আরেক পাশে বসেছেন ৫০ দশকের দু'জন সাবেক শিক্ষার্থী। এদের একজন রাজিয়া ওয়াহাব। ১৯৫৪ সালে বাংলা বিভাগ থেকে পাস করেছেন। এখন লন্ডনে অবস্থান করছেন। দেশে বেড়াতে এসেছেন। বেড়াতে এসেই অনুষ্ঠানে অংশ নেয়া। তার স্বামী ওয়াহাব সাহেব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। উচ্চতর শিক্ষার জন্য লন্ডনে গিয়ে আর ফিরে আসেননি।

৭.১৫ : হেমন্তী শুক্লা এখন গাইবেন। কিন্তু এখনো এসে পৌঁছাননি। ইস্তস্তত ঘুরছি।

ঘুরতে ঘুরতে পেয়ে গেলাম ড. এ এস এম ফায়েজকে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। বললাম, আপনি একাধারে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং একজন অ্যালামনাই। দুপরিচয়ে উপস্থিত হয়ে কেমন লাগছে। তিনি জানান, অ্যালামনাই হিসেবে আনন্দ লাগছে। অনেকের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। তবে উপাচার্য হিসেবে অনেক দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে।

পাওয়া গেল অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মঞ্জুর এলাহীকে। তিনি বলেন, ভালো লাগছে। তবে আমাদের অনেক পরিকল্পনা রয়েছে। কিন্তু ফান্ডের অভাবে তা করা সম্ভব হচ্ছে না। সদস্য সংখ্যা সেভাবে বাড়েনি। এবার অবশ্য সদস্য সংখ্যা ৫ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। আগে এ সংখ্যা ৫০০-৭০০ ছিল। আমাদের ইচ্ছে ফান্ড সংগ্রহ করে আমরা স্কলারশিপ দেবো, লাইব্রেরি সংস্কারের চেষ্টা করবো।

মঞ্জুর এলাহীর পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক রকিবউদ্দিন আহমেদ। ক্লোজআপ ওয়ানের শিল্পীদের গানের সময় ইতিহাস বিভাগের যে মেয়েরা নেচে সবাইকে মুগ্ধ করেছিলেন তাদের দু'জন এসে রকিব উদ্দিনকে জানালেন, হৈমন্তীর গানের জন্য কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

৭.৩০ : মঞ্চে এলেন ষাটের দশকের শিক্ষার্থী ইমরুল চৌধুরী। তিনি এসে জানালেন হৈমন্তী শুক্লা মাত্রই কোলকাতা থেকে এসে পৌঁছেছেন। মঞ্চে এলেন হৈমন্তী শুক্লা। দেখা গেল, আসলেই তিনি ক্লান্ত। তিনি একে একে শোনালেন, সেদিন আর কতদূরে, ওগো বৃষ্টি আমার চোখে পাতা ছুঁয়ো না, আমার বলার কিছু ছিল না , এমন স্বপ্ন কখনো দেখিনি আমি, সূর্যোদয়ের দেশে চলো যাই, ঠিকানা না রেখে ভালোই করেছো বন্ধু আমি সুখী হলে দুঃখ যদি পাও তুমি প্রভৃতি গান শোনান।

৮.১০ : হৈমন্তী শুক্লার গানের মাঝেই রাতের খাবারের আয়োজন চলছে। ওয়েটাররা টেবিলে টেবিলে প্লেট দিচ্ছে। গানের ফাঁকে হৈমন্তী শুক্লা বললেন, আমাকে রেখেই খাবেন নাকি আপনারা! ইমরুল চৌধুরী জানালেন, আমরা আপনাকে সঙ্গে নিয়েই খাবো। হৈমন্তী শুক্লা গান ধরলেন আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ওই। আমাদের টেবিলের ওয়েটারও ঘুমিয়ে পড়েছে। প্লেট দিয়ে গেছে। আর কিছু দেয়ার খবর নেই।

৯.১০ : রাতের খাবার শেষ হয়েছে। সবাই বাড়ি ফেরার পথ ধরেছে। পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে বিদায় নিচ্ছে একে অপরে। আমরাও ফেরার পথ ধরলাম।

ছবি : **আনোয়ার মজুমদার**